বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

ম্যানো বৃষ্টি চৈত্রের দাবদাহের পর। ম্যানো শিশির গোলাপের কোমল ডানায়, যখন বিষিত বিশ্ব সভ্যতার শিরোচ্ছেদ চায়, ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি–

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের কবিতা এ রকম। অন্যরকমও। ম্যামন –স্বপ্নের সলীল গন্ধে ঘুম ভাঙে, জেগে উঠি ঘুমের ভিতর। আবার–কে তোমাকে করেছে এমন / আরাম বিরামহীন পাখি / দিয়েছে এ জীবন ক্যামন / জল ও অনল ভরা আঁখি। স্বেচ্ছাচরণ ও প্রথাসর্বস্বতা দুটোর প্রতিই তিনি ঘোর অনীহ। বিমুখ নির্বিশ্বাসী জীবনযাপন থেকে। তিনি আধুনিক, উত্তরাধুনিক, না চিরআধুনিক–সে কথাকে বোদ্ধাবৃন্দ ও পাঠককুল এখনো বিতর্কাহত করে তোলেননি। কে জানে তাঁর বাণীবিহঙ্গ কালাকাশের অনুচর, সহচর, না অগোচর। চাঞ্চল্য-চমক, সাফল্য-বৈফল্য, বৈদগ্ধ-বিস্ময় তাঁর কবিতায় একই সঙ্গে সংগুপ্ত ও সমুদ্ভাসিত। সে কারণেই মনে হয় তাঁর কাব্যবিশ্বাস ও বক্তব্য-শৈলী অনির্ণেয় কোনো ঘরানার।

ISBN
984-70240-0055-0

বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন

বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

দ্বিতীয় সংস্করণঃ মার্চ, ২০০৯

প্রচ্ছদ
আব্দুর রোউফ সরকার

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইলঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময়
৬০ টাকা মাত্র।

BISHASHER BRISHTI CHINNAH/ Collection of poems by Mohammad Mamunur Rashid/Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia. Exchange Tk. 60 US $ 5.00

ISBN 984-70240-0055-0

এ তোমার অদৃষ্টের অমামগ্ন আলোর লিখন
সকল কারণ করো অকারণ যখন তখন
সংসারের মর্মে আনো অশস্যের ব্যতিক্রমি ঢল
একান্ত গোপনে রাখো যন্ত্রণার নভজ ফসল.....

সূচীপত্র

৯ মাঝিদের অনুজ পুরুষ
১১ তারপর
১২ ক্লান্তিবাহী একজন
১৩ রিপোর্ট
১৪ চোখের নিরাপত্তা চাই
১৫ জখম
১৬ খুঁজতে খুঁজতে
১৭ এক চিলতে আনন্দ
১৮ সময় সংবেগ
১৯ নৈশব্দকে বলি
২০ জানেনা কেউ
২১ নেশাগ্রস্ত নিবেদন
২২ অচিন বসত
২৩ মগ্নতার অবিনাশী বীর
২৫ এ কোন বাজার
২৬ বাগানের সংবাদ
২৭ ভাঙনের শব্দ
২৮ নভজ নিলয় থেকে
২৯ আততায়ী নদী
৩০ কিছুদূর পাশাপাশি হাঁটি
৩১ নগ্ন নীল ফুল
৩২ আবার ভাসাও নাও
৩৩ অনলারণ্যে কে
অক্ষমতা ৩৪
নদীগুলো ৩৫
দেশ ৩৬
বিষণ্ন বৃক্ষের অনুযোগ ৩৭
জানি একজনই ৩৮
বিরানব্বই ৩৯
হালচিত্র ৪১
আকাশের ছায়া ৪২
নীল চোখ ৪৩
অরঙিন আর্তনাদ ৪৪
আহত নীরবতা ৪৫
সবুজ গম্বুজে যিনি ৪৬
অদৃষ্ট ৪৭
চলো যাই ৪৮
নড়লো চোখের পলক ৪৯
জীবনবিধান বলছি ৫০
সাক্ষীনামা ৫১
ফিরে এসো ৫২
সারাক্ষণ সফরেই আছি ৫৩
বাঙলার মতো ৫৪
সমর্পিত শব্দমালা ৫৫
জল ও অনল ভরা আঁখি ৫৬

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী প্রথম খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

নকশায়ে নকশ্বন্দ *চেরাগে চিশ্তী * বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি * নূরে সেরহিন্দ * কালিয়ারের কুতুব * প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা *তুমিতো মোর্শেদ মহান * নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত *ফোরাতের তীর * মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন * কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি * নামাজের নিয়ম *রমজান মাস * ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM *মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন * সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি *ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ *ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

মাঝিদের অনুজ পুরুষ

নিরুদ্দেশে নিরন্তর চলে কোন অনিশ্চিত তরী
মাঝি আমি নিরর্গল টানি শুধু নিরুপায় দাঁড়
কে য্যানো ঘোরায় হাল দেখি নাই কোনোদিন তাকে
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ ব'য়ে যায় মৌন কাল য্যানো
স্রোতাঘাতে ভাঙে পাড় বিপরীত বুকে জাগে চর
অসরল গতিপথ বার বার বাঁকের আড়াল
চলেনা চোখের পাতা সবকিছু শাদা হ'য়ে আসে
গোপনে গোপনে শুধু ক্ষয় হয় বুকের বাতাস
আমি যে নাবিক এক হালহীন দাঁড়ের শ্রমিক
অনিশ্চিত নাও নিয়ে পুষ্ট করি শ্রান্তির শরীর
কোথায় চ'লেছে ওই নামহীন পাখিদের ঝাঁক
অমন সুন্দর ক্যানো তাদের পাখার কারুকাজ
কোথায় চ'লেছো পাখি পানাহার কোন দূরে হবে
পিপাসাপীড়িত মাঝি আমি এক পানযোগ্য পানি
আমার নদীতে নেই, জলে জ্বলে তরীর শরীর
অচিন তুহিন কোন্ ধ'রে রাখে হৃদয়ের তাপ
বলো হে পাখির দল ভালোবাসা কোন দূরে ফোটে
কোমল ডানার গান গোলাপের কোন বনে বয়
সকল তারার যারা খ'সে পড়ে চিহ্নহীনতায়
সকল পাখির যারা শৃঙ্খলিত শ্রান্তির হাতে
তাদের রোদন কোন ধূসরিত হাহাকারে জানো?
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ মৌনতায় সময় পোহায়
নদীর শরীর ভাঙে জলাঘাতে কাঁপে তরী তৃষা
নাও চলে নদীজলে চলে না চালাই আমি নিজে
জ্ঞানীদের গ্রন্থ খুলে পাই নাই বিবরণ কোনো
তাই বাই নাও নিত্য নিরন্তর অনিশ্চিত নাও।
বন্দরের বুক থেকে আসে নাই এখনো আওয়াজ
অপেক্ষারা উড়ে উড়ে খুলে ফ্যালে ডানার পালক
দিবসের দীর্ঘ সীমা ঢেকে যায় রাতের চাদরে
নক্ষত্রিত রহস্যের নিচে জ্বলে নিরন্তর নদী—
সীমানা যেখানে নেই সেদিকেই চলি অসহায়।

দু'পাশের দুই তীর নাম তার সুখ দুঃখ বুঝি
কেঁদোনা কখনো মাঝি-মাঝিদের অনুজ পুরুষ—
শ্রুতিভারাতুর বাণী এরকম শুনি মাঝে মাঝে
সামনে অনন্ত শুধু ছলাৎ ছলাৎ জাগে ঢেউ.....

তারপর

শেষ হ'লো শত পৃষ্ঠা হাজার রঙের
কীভাবে এবার হবে শুরু?
বক্ষপটভূমি দেখি তৃণহীন মাঠের মতোন
বহ্নিভুক বুক পোড়ে শূন্যতার সীমাহীন রোদে
বর্ণহীন গন্ধহীন সবকিছু বোধচিহ্নহীন—
তারপর? কীভাবে এবার হবে শুরু?
কোনোই জবাব নেই প্রশ্নরাও বিবস্ত্র ভীষণ।
নিসর্গের মতো নিরপেক্ষ
ভালোবাসার মতো অশরীরী
আর বিষাদের মতো কিছু তৃষাতুর বাণী
বিস্ময়ের হাত ধ'রে জমা হয় বুকে একে একে।
অচন্দ্রিত শূন্যতায় নিশীথের আকাশ য্যামন
তারাক্ষরে লিখে রাখে বিস্ময়ের অন্তহীন কথা
বিবর্ণ বুকের পত্রে সেরকমই দ্যুতির আঁচড়।
বক্ষবেলাভূমি থেকে কবে মুছে গ্যাছে ফেনা
তরঙ্গের শেষ উচ্ছ্বাসের
বাসনারা ঝ'রে গ্যাছে পাতা ঝরা কোন মওসুমে
ধ্বনি প্রতিধ্বনি যতো খ'সে গ্যাছে শ্রুতি থেকে কবে
স্মৃতিদীপও নিভে গ্যাছে মনে নেই কোথায় কখন।
আমিতো অনন্তযাত্রী অচিনের দূরারোহ পথে—
তারপর? কীভাবে এবার হবে শুরু?
সান্ত্বনার স্বস্তি নেই কোনোকালে প্রেমের নিয়মে
তৃপ্ততার ছোঁয়া সেতো বঞ্চনার অন্য এক নাম—
তাই প্রশ্ন— তারপর? তারপর ক্যামন উড়াল?
না পাওয়া পাখার পাল দুলে ওঠে দ্যুতির ছটায়
না জানা বেদনাগুলো কেঁপে ওঠে চোখের পাতায়
তারপর?— তারপর কী?

ক্লান্তিবাহী একজন

তুষার ঝ'রছে য্যানো
শরীরের সবকটি অঙ্গশৃঙ্গমূল
ডুবে যায় গুঁড়ো গুঁড়ো ক্লান্তির হিমে
বিশ্রামের গৃহেও নেই ন্যূনতম নিরাপত্তা
স্বস্তির স্বপ্নদের নামে ঝুলে আছে হাজার হুলিয়া
বার বার রাজাকার রাষ্ট্রপৃষ্ঠে সওয়ার এখনো
সন্ত্রাসেরা ঝাঁঝরা করে বার বার স্বদেশের বুক
গণায়ন গণতন্ত্রায়ন
এভাবেই বুঝি জারী হয়?
গর্ভপতনের শব্দে খ'সে খ'সে পড়ে
শ্লোগানের সোমত্ত শরীর
অতএব নেতা নেত্রী তোমাদের কীর্তিকাণ্ড দেখে
এভাবেই বুঝি কেটে যাবে
জনতার জন্মমৃত্যু আশা ভাষা বাসার ভরসা?
নাগরিক নিসর্গনেত্রে নেই কোনো আশার ঝলক
বিশ্বাসের শেষ শিখা কোনোমতে আজো টিকে আছে
নেতা নয় নেত্রী নয় একজন কবির হৃদয়ে।
তারো দেহ তুষারিত
অবয়ব জুড়ে ঝরে নিরন্তর ক্লান্তির হিম
বরফের বৃষ্টি য্যানো শাদা শাদা হিমেল মউত—
কোথায় চ'লেছো দেশ— কোথায় চ'লেছো দেশবাসী?
আমিতো এখনো দ্যাখো বৃষ্টিবাহী মেঘ নিয়ে লিখি
ক্লান্তির তুষারপাতে মজ্জমান আশ্রয়দ্বীপ
অন্তিমের প্রত্যাদেশ দ্যুতি দ্যায় তবুও কলমে
আমার অক্ষররেখা মিশে গ্যাছে
কোন্ দূরে, জানো?

রিপোর্ট

এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি
জনতা চায়নি তার রিপোর্ট কখনো-কবিরাও নয়।
স্বতাগিদে ক'রে চলি তদন্তের নিরুত্তাপ কাজ
কয়শ' দিনের মধ্যে এ কাজের শেষ হ'তে হবে
তারো কোনো বাধ্যকতা নেই।
এক সদস্যের এই তদন্ত কমিটি
নিজ নির্বাচনে তার সদস্য আমিই
ঢিমে তালে নিরাবেগে জেগে জেগে রাতের জমিনে
শব্দের গাঁথুনি গড়ি
যদি বলো পদ্য তাকে— হ'তে পারে সেকথাও ঠিক
আনন্দ খোসার নাম
শাঁসে তার বিষাদের স্বাদ
তারপর দ্যাখো তাতে শত শত নিরাকার ক্ষত
মানুষেরা এই নিয়ে কখনোকি হ'তে পারে নাকি
নিরাপদ পদ্যের পাঠক?
খ্যাতি শিকারীর দল বার বার বন্দুকের নল
কীভাবে উঁচিয়ে ধরে
একালের জ্ঞানীগণ মূর্খতার বায়বীয় বেদী
দ্যাখোনা কিভাবে গড়ে—
উপযুক্ত শিরোনামে যথাস্থানে যতিচিহ্ন দিয়ে
সে বিবরণও দিতে ইচ্ছে করি।
তার সঙ্গে কাননের কাছাকাছি এসে
ফুল ফল তৃণরাজি উদ্ভিদের নিঃসঙ্গ বিলাপ
যা দেখেছি তারো কথা মোটামুটি লিখি।
প্রতিবেদনের পত্রে এভাবেই কালির আঁচড়
অপার্থিব গন্ধ হ'য়ে ওঠে—
তবুও অতৃপ্ততা ফোটে অন্তহীন পিপাসার পাশে
প্রিয় পাঠক! অশেষ তদন্ততটে
ভাঙে দ্যাখো জলধি অতল।

চোখের নিরাপত্তা চাই

নয়নের হ্রদ থেকে লবণিত পানির পতন
কখনো গড়ায় যদি মুছে ফেলি নিপুণ নিয়মে
রোদন হৃদয়ে ভালো চোখে তাহা অতি অশোভন
নক্ষত্রের মতো চোখে য্যানো অগ্নি অবিরাম জমে।
এ কবি সহায়হীন দাস এক অনেকের মতো
কিছুই করার নেই শুধু দ্যাখে শোণিতাক্ত ঋতু—
মনের মাঠের বুকে ঝরে যতো দুঃখ অবিরত
তাদের বিরোধী স্রোতে ভাঙে সব বাসনার সেতু।

চোখটা বাঁচাও প্রভু বন্ধ করো রোদনের বান
জলাভ আঁখির মুখে পষ্ট নয় সংসারের ভেদ
নিসর্গ মানুষ মন পার হ'য়ে এলো যে নাদান
ডোবাও রোদনে বুঝি তার তপ্ত অন্তরের ক্লেদ।
নয়ন সরণী করো দর্শনের অতিরিক্ত আঁখি
মনে জল চোখে আঁকি অনন্তের অচিহ্নিত পাখি?

জখম

জখম নামের একটি অনুভূতি
বুকের শূন্যে চূর্ণ চাঁদের মতোন
চ'লছে জ্ব'লছে নিভছে নিয়মিত
নীল প্রতীক্ষার কোথায় দেখা পাই

জখম নামের দুস্থ কুসুমকলি
লাল আগুনের ভয়াল বৃন্তে কাঁদে
খল জলধির শ্রমের স্রোতে য্যানো
অনিশ্চিতির জাহাজ ভেসে যায়

জখম নামের ইতিহাসের পাতা
চোখের জলের কোন্ কাহিনী বলে
বাজছে বুকে সেই কথাটির ডানা
শুনতে পারার মানুষ কোথা পাই

আয়ুর খাঁচায় জন্মজখমখানি
জানায় ডানায় অক্ষমতার তল
কোন কূলে তার তীরের শোভা হবে
নিশ্চয়তার নীড়ের নীলিমায়

চেতন বনের শংকিত কোন ডালে
ফুটলে কুসুম জখম জ্বালা শেষে
হাজার নায়ের পালের প্রখরতা
বিঁধবে চোখের দৃষ্টি সীমানায়

যার জখমের ব্যথার অনুসৃতি
পৌঁছেছে এই ভাটির ঘাটের কাছে
তাঁর স্মরণেই প্রেমের পোড়াপুড়ি
হাজার বছর পরেও ব'য়ে যায়।

খুঁজতে খুঁজতে

খুঁজতে খুঁজতে এসে প'ড়লাম কোন্ জায়গায়
মাটির আওয়াজ ভাঙেনাতো আর ঘুমের পাখায়
এ কোন আকাশ নীহারিকা তারা সব যে উধাও
ভেঙে চুরমার সীমানার দাঁড় সময়ের নাও
চোখের পাতায় কেঁপে কেঁপে ওঠে নিরস্তিত্ব
মুছে গ্যালো সব দিকরেখাচিহ্ন এবং দ্বিত্ব
এবং একক সংখ্যার ধ্বনি বহু ব্যাধিবোধ
ভেসে গ্যালো দূরে জীবন মৃত্যুর দায় পরিশোধ
একটু জিরিয়ে নেবো নাকি কোনো বিরতির বুকে
সে আশাও ছাই জ্ব'লছে পালক প্রেম-অসুখে
চার ভাগ থেকে এক ভাগ গ্যালো সাগর ধারায়
এক ভাগ নিলো একাকার রূপ বাতাসের গায়
আর এক অংশ মিশে গ্যালো নীল অনলের তলে
শেষে এসে ধূলো ঝড় হ'য়ে থামে মাটির মহলে
পানি মাটি বায়ু অনলিত স্মৃতি অতীত লিপিকা
সব ফেলে এসে শেষে কী হ'য়েছি শুধু প্রেমশিখা
শত ভাঁজ খুলি আপন গভীরে তবু জটিলতা
তাপে তেতে ওঠে রহস্যের রোদ কথা নীরবতা
খুঁজতে খুঁজতে পথরেখা শেষে বিপদগ্রস্ত
পান্থজনের কতোবার হ'লো সূর্য অস্ত
দ্যুতি অমা জ্ব'লে নিভে যায় সেই এক নিয়মেই
অচেনা আকাশে ক্বচিৎ কখনো খুঁজে পাই খেই
না পাওয়ার মতো চোখে বুকে জ্বলে অশ্রুচিহ্ন
মিলনের নায়ে পাল ওড়াতেই ছিন্ন ভিন্ন
খুঁজতে খুঁজতে বার বার খুঁজি কোন্ কান্নায়
ডুবে গ্যাছে সব পাপের পরিধি প্রেম বন্যায়—

এক চিলতে আনন্দ

এই এক চিলতে আনন্দই অবশিষ্ট র'য়েছে এখনো
হাকিমাবাদ মসজিদের পুবমাঠে পুকুরের পাড়ে
পুরোটা সীমানা দ্যাখা আকাশের— সারারাত।
ইতিহাসের তাবৎ বিস্ময় য্যানো ওই আকাশেই
সারারাত চোখ মেলে কাঁদে
জ্যোৎস্নার বৃষ্টিতে ভিজি, সিক্ত হই ব্যথিত বর্ষণে শিশিরের
মায়াবী হাতের ছোঁয়া আঁধারের
রাতের শরীরে আনে বহমান বেদনার ভাষা
প্রাণবৃক্ষবৃন্তে পোড়ে অনারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ
বিষ্যুদবারের দিন গত হ'লে এক চিলতে আনন্দটি কাঁদে।
কখনো বর্ষার ব্যাঙ পুবের ধানের ক্ষেতে ডাকে
সাপের বিপদে তোলে উদ্ধারের ব্যর্থ চিৎকার
পথভোলা প্যাঁচা এসে দেখে যায় ভেণ্ডিক্ষেত, পেঁপেগাছ
গন্ধরাজ, কামিনী কুসুম এবং কৈশোরিক চারা কাঁঠালের—
সিদ্ধিরগঞ্জ সাইলো জ্বলে ছ' কিলোমিটার ব্যবধান থেকে
প্রশান্ত পাখির ঝাঁক উড়ে ওঠে আদমজীতে গোলাগুলি হ'লে
দৃষ্টিসীমা চিরে চিরে উড়ে যায় থাই কিংবা জাপান এয়ার
তারপর আবার সেই কালো আলো ছায়াপথ
এক টুকরো রাতের শরীরে।
ম'রে গ্যালে মিজমিজি ভুঁইগড় জালকুন্ডি ঘুমের আঘাতে
কতিপয় দরবেশ শুধু নির্ঘুম নদীর স্রোতে ভাসে
আকাশ দ্যাখার নেশা পাল হয় হাল হয় কাল হয় কালান্তরও হয়
অবশেষে হয় কোনো ভগ্নাংশিক আনন্দের রাত্রিচিহ্নরেখা।
স্মৃতিবিথী থেকে ঝরে ইয়াসরেব্ কাবা ও কেনান
লোহিত জলধি তলে ত্রাণপথ তপ্ত তুর অগ্নিবৃক্ষ কথা
চোখের মাপের সাথে মিলে যায় বাঙলাদেশ মহাকালবোধ—
আবর্তিত আনন্দ এই এক চিলতে অবশিষ্ট র'য়েছে এখনো
প্রথম ছুটির রাতে সপ্তাহান্তে হাকিমাবাদের মাঠে পুকুরের পাড়ে।

সময় সংবেগ

কাল তুমি কালো নাকি শাদা
রহস্যরঞ্জিত রঙ খেলা করে তোমার ছায়ায়
অবোধ্য বিলাপে জ্বলে অলৌকিক অন্তর তোমার
আমার সত্তাহীনতার শব্দ চিরে চিরে তুমি চ'লে যাও
বিপরীত বোধের পাড় ভেঙে ফ্যালো অপ্রয়াসে
সমতল স্রোত বয় অবিনয়ী তোমার নদীর
ভাটিহীন উজানবিহীন।
কাল তুমি কালো নাকি আলো
নাকি কোনো বৈপরীত্য-বিরোধী নিষাদ
নিশ্চিত শিকার যার গাণিতিক জীবন যাপন।
নিসর্গ দিয়েছো মুছে কতোবার
সভ্যতার হাড় মাংস পুড়িয়েছো
অবহ্নিত তোমার শিখায়
উত্থানকে ক'রেছো কতো নিরর্থক নিথর পতন।
যদিও আসেনি আজো নক্ষত্রে নক্ষত্রে যুদ্ধ
আকাশের ভাঙচুর আগ্নেয় উচ্ছ্বাস ত্রাস সাত সাগরের
তবুও তোমার যাত্রা সেদিকেই অচঞ্চল চলে।
সকল মানুষ ব্যর্থ বিশ্বাসীরা ছাড়া—
তোমার কসম শেষে এমতনই লেখা আছে দেখি
একমাত্র গ্রন্থটির দ্যুতিময় পবিত্র পাতায়।
কাল তুমি কালো আলো জ্বালো
তোমার খেয়ার শেষে যখন নোঙর
ফেলবে সমাপ্তিচিহ্ন আমার এপার
তখন তোমার গায়ে বিঁধবে কি স্মৃতির নিশীথ?

নৈশব্দকে বলি

আমি দিনকে জ্ঞান বলি। রাতকে প্রেম।
কোলাহলকে প্রয়োজন। আর কবিতা নৈশব্দকে।
দহনের নাম বুঝি ভালোবাসা
প্রাপ্তির আসল নাম প্রতারণা নাকি
যন্ত্রস্রোত বেয়ে নামে নাগরিক নিশ্বাসের ধোঁয়া
ধাতব সভ্যতার পায়ে পিষ্ট হয় তৃণগুল্মরাজি।
ধানের ক্ষেতের চিহ্ন মুছে যায়
জাগে কালো রাজপথ বহুতলবিশিষ্ট ভবন
শ্রুতি হন্তারক শব্দে শুরু হয় খনন ক্ষরণ
রক্তিত সময়ে তবে কবিতার কিবা প্রয়োজন?
অনেক গভীর রাতে হঠাৎ কখনো যদি জাগি
যখন চলেনা কোনো আন্তজেলা ট্রাকের বহর
নিশাচারী পুলিশের পদশব্দ, কুকুরের ডাক
গলির কলের কাছে শূন্যতারা ঘোরাফেরা করে
মনে হয় নিস্তব্ধতা হ'য়ে যাবে এখনই কবিতা—
সামান্য সময় বাকী, ভোরের বিলম্ব আর নেই
গলা খাঁকরায় বাস-ফার্মগেট শ্যামলী শ্যামলী
রেলগেটে হুইসেল, গলির কলের কাছে কাশি
প্রত্যুষ প্রার্থিত নয়— এরকম বলে নাকি কেউ
প্রেমপন্থি কবি ছাড়া কোলাহলে ঝ'রে পড়ে যারা।
প্রয়োজনীয় আয়োজন সময়ের পুরো দেহে প্রায়
নৈশব্দের রাতটুকু বড় বেশী অপ্রতুল দাহ।
আমি তাই দিনকে জ্ঞান বলি— কাণ্ডজ্ঞান
প্রেম বলি রাত্রিকেই— নৈশব্দকে কবিতার প্রাণ।

জানেনা কেউ

জানেনা কেউ কোথায় তোমার অসুখ
হৃদয় তলে কোন্ অষুধের তালাশ
বাঁধলে ক্যানো হাজার বোধের বাঁধন
যাবেই যদি দূর নিলীমার ওপার।

জানেনা কেউ কোথায় তোমার ক্ষরণ
মরণ মানে জীবন দ্যাখ্যার দুয়ার
জীবন পথে সুখ অসুখের ঢেউয়ে
এই কথাটিই ডোবায় ভাসায় সময়।

জানেনা কেউ কোথায় তোমার বিরাম
পথের মাঝে পথ হারাবার নেশায়
যখন জ্বলে চাঁদের চুমকি ঝলক
তখন ক্যানো ফের আঁধারের কাঙাল।

নক্ষত্রহীন বিরামবিহীন সড়ক
ধ'রলে ক্যানো তুর পথিকের মতোন
মন বানালে দূরের অচিন কপোত
ওড়ালে পাল কোন বাতাসের খেয়ায়।

জানেনা কেউ জানতে চাওয়ার মানুষ
কোথায় পাবে সবাই আপন সীমায়
শুনছে বসে পুষ্পপতন বিলাপ
জখম জ্বালা তোমার তীরেই ভাঙুক।

জানেনা কেউ কোথায় গোপন দরদ
গুমরে কাঁদে গভীর রাতের তলায়
শীত শিশিরে ভিজলে বৃক্ষ বনের
হারানো নীড় পায়কি অবুঝ কপোত?

নেশাগ্রস্ত নিবেদন

তোমার নামের নেশা কাটেনা যে কিছুতেই প্রিয়
বাসনার বৃন্ত থেকে ঝ'রে গ্যাছে বহুবিধ ভুল
প্রযুক্তি প্রবৃত্তি বুদ্ধি সব কূলে অবাণিজ্য ভাসে
সত্তার সমস্ত সীমা মত্ত হ'লো তোমার নেশায়।
শ্রুতি যদি মুছে যায় একবার ওই নাম শুনে
চিরতরে, তবু জানি ধন্য হবে শোনার কারণ
একটি বারের মতো ওই নাম উচ্চারণ ক'রে
বাকশক্তি চিররুদ্ধ হয় যদি তবু রাজী আছি।

মুহূর্তের পটে যদি একবার দ্যাখা দিয়ে যাও
তারপর দিনভর রাতভর অন্ধ হ'তে পারি
দোজখের শাস্তিশিখা মেনে নিতে কী আপত্তি আছে
তোমার নামের রেখা আঁকো যদি বুকের জখমে
বিনা উচ্চারণে মনে তোমারই নামের নাদ, নবী—
প্রভুপ্রশংসিত তুমি প্রেমমূল প্রেমিক মনের।

অচিন বসত

লাগলো বুকে কোন সাগরের হাওয়া
ঢেউ তোলা মেঘ
তুললো আবেগ
খুললো খুশীর মুক্ত আসা যাওয়া।

উড়াল এবার দূর অচিনের বাঁকে
পাখির মতোন
মন উচাটন
বাধার আড়াল আর কি সামনে থাকে?

মাটির গন্ধ থাক পিছনের ডাঙায়
সফর এবার
অচিন পাথার
ঢেউয়ের পাহাড় শংকা ও ভয় রাঙায়।

জীবন মরণ এক বরাবর ক'রে
ফিরবো না আর
এই দুনিয়ার
কোনো কোণেই বিষ-মমতার ঘরে।

সাত সাগরে এবার আসল আবাস
ঝড়ের আকাশ
ঘূর্ণি বাতাস
ফোটায় বজ্রে কোন্ গোলাপের সুবাস?

আর কোনোদিন হয়তো হবেনা ফেরা
প'ড়েছে নোঙর
ঢেউয়ের ভিতর
অচিন বসত অকূল সাগর ঘেরা—

মগ্নতার অবিনাশী বীর

ওই অনলায়নেই যাবো আমি
আমাকে ফেরাতে চাও ক্যানো
হে নিসর্গ নক্ষত্র নদী নাগরিক নগ্ন নিষ্ঠুরতা
আমাকে রেখোনা মনে আর
ওপারেই যাবো আমি
বাধাবিদ্ধ ক'রোনা আমাকে।
এখানে বেদনা শুধু আকারের প্রতি পরিধিতে
এ নশ্বরিত পরিক্রমণ জুড়ে
নামেনা এমন বৃষ্টি
বর্ষণে ঘর্ষণে যার ভিজে ওঠে মনের জমিন।
জ্বলে তুর ইশকের প্রেমপুষ্প যে অনলে জ্বলে
তার শিখাগামী আমি
আমাকে ফেরাতে চাও ক্যানো?
যাযাবর যাত্রী কাঁদে যামিনীর প্রতি বন্দী যামে
সত্তার কপাটে ঠোকে
শৃঙ্খলিত চেতনার শির-
নীড় নয় ভীড় নয় আকাশের আসক্তিও নয়
এবার নিয়েছি আমি সে অচিন অনলের পথ
যার প্রান্তরেখা শেষে হেসে ওঠে শিশিরের নিশি
আমাকে আড়াল করো ক্যানো
হে প্রবৃত্তি- হে পৃথিবী-সুহৃদ স্বজন
আমিতো শিখেছি সেই অলৌকিক ওড়ার নিয়ম
এমন পাখির মতো যার নেই আশ্রয় কোনো
বৃক্ষনীড়ে নীলাকাশে কিংবা কোনো প্রান্তরের ঘাসে।
যাবো আমি নিশ্চিত যাবো
আমাকে থামাতে চাও ক্যানো
নৈসর্গিক জনারণ্য মমতার বিষভেজা ছুরি;
এবার আমার পালে লেগেছে যে ব্যাকুল বাতাস।
ওপারেই যাবো আমি
ওপারে প্রেমিক দল ভারি
তাঁদের পায়ের চিহ্ন অনুজের বুকে আঁকে ছাপ

দৃষ্টি শ্রুতি অনুভব মুছে যায় চিহ্নহীনতায়।
ওই অনলায়নেই যাবো আমি
যেখানে আগুন হয় অবিকল পিপাসার পানি
পিপাসার পানি হয় তৃষ্ণার অনন্ত দহন
সে দুঃখের সুখাঘাতে চাই শান্তি শ্রান্তিহীনতার
পথ ছেড়ে দাঁড়াও আমার
হে পৃথিবী পরিজন স্বজন কুজন
হে সসীম গন্ধ রূপ বর্ণ বিভ্রান্তির
আমার আমাকে আমি দ্যাখো
দিয়েছি নতুন নাম— মগ্নতার অবিনাশী বীর।

এ কোন বাজার

এক জায়গায় গিয়ে মিলে গ্যাছে অবশ্যই
অন্ধকার এবং আলোক
সকল পাখির দল মনে হয় সেখানেই বুঝি
পেয়েছিলো প্রথম পালক
সে সূচনায় যেতে হ'লে পাঠ ক'রে নিতে হবে
নিসর্গের সকল আয়াত
দিতে হবে ঐকান্তিক সমাহিত মননের মূলে
জীবনের সকল হায়াত
তাৎক্ষণিকতার তটে ভিড়ে আছে যতো জড় তরী
তেজারত সেখানে কোথায়
বৈভবের বুক থেকে প্রবাহিত যতো নষ্ট নদী
সবগুলো কাঁদে হতাশায়
অতএব হে মানুষ যাবে নাকি গোপন গুহায়
যে আঁধারে প্রথম ঝলক
জ্ব'লেছিলো বাণীরূপে তারপর কালচক্ষুকোণে
পড়ে নাই মুহূর্ত পলক
জ্ঞানের দিবস শেষে রাতে নেমে এলে কালো প্রেম
তারা জ্বলে হাজার হাজার
কৃষ্ণ শুক্ল সব পক্ষ জ্ব'লে নিভে পুনরায় জ্ব'লে
ব'লে ওঠে, এ কোন্ বাজার!

বাগানের সংবাদ

ভুল পুষ্প ফুটে আছে এ বাগানে হাজার হাজার
দু' একটি ব্যতিক্রম বাদে সব ফুল নির্ভুল ভুল
মূল মুখ না দেখেই সৌন্দর্যের বসায় বাজার
কুসুম-কৃষকদল ভুলে যায় অনড় ওকূল।
সামান্য এগিয়ে গিয়ে কেউ কেউ করে সমর্পণ
আবেগে আহত কেউ, কেউ কেউ মেধার পূজারী
নিরপেক্ষ কাল নাকি ক্ষণবাদীদের দুশমন
কোনো মহাজন গায় প্রদোষিত প্রকৃতির জারী।

শ্রম কাম ঘাম নাম সবক্ষেত্রে একই পরিণাম
প্রতিবেদকের মতো উড়ু উড়ু একি আচরণ
নিজের নিবাস ভেঙে যার যাত্রা চলে অবিরাম
সেরকম কবি কই যার বাক্যে অমর জীবন?
নভজ নিলীমা মাখা বিশ্বাসের চাষাবাদে কই
ফসলের বর্ণগন্ধ প্রেমতপ্ত সাগর অথই?

ভাঙনের শব্দ

দৃষ্টিগুলো দূরের দিকেই প্রসারিত সকলের
চোখের অর্থও তাই— সামনে তাকাও।
দ্রষ্টব্যের বিপরীতে চোখ নেই অন্ধ মানুষের
দূরের দূরত্ব নিয়ে মোটামুটি দ্যাখার বলয়
নেই কি নিকটের দিকে দূরত্বের দুর্বিনীত বাধা
নিরালোকে আলো নেই অন্তরের অবয়ব নেই-
কে ব'লেছে এরকম? জরাগ্রস্ত জড়জ্ঞানীকুল?
চন্দ্রসূর্য নক্ষত্রেরা অন্যরূপে যে আকাশে জ্বলে
অচেনা পাখির ডানা যে বাতাসে মেঘের মতন
মেলে ধরে বৃষ্টিবাহী সঙ্গীতের সাঁকো
দেখেছে কে সেরকম অপ্রচল বোধের খনন?
দ্যাখাদেখি দূরের দিকেই
অন্তরের দূর বুঝি নেই
নিজেকে না খুঁজেই ক্যানো বৃত্তের বিস্তারে মন দিলে
কখন তাকাবে তুমি কেন্দ্রমূলে চোখ তুলে
আপন সত্তার স্রোতে মাঝি হবে সওদাগর হবে?
প্রতর্কপ্রবণতা দ্যাখো ডুবে যাচ্ছে কালের কর্দমে
নয়ন তরণী তবু পাবে নাকি প্রত্যুষের পাল?
হে মানুষ তোমার তটে ভাঙে কতো জলের অতল
বসন্ত বাতাস কতো বিশ্বাসের ঢেউ তোলে চোখে
অন্ধ হও বন্ধ করো প্রচলিত দ্যাখার নিয়ম
সম্মুখে পশ্চাতে নয় কিংবা বামে দক্ষিণেও নয়
অস্তিত্বের অতলে দ্যাখো কী সুন্দর দুর্নিরীক্ষ্য দ্যুতি
প্রেমে পোড়া পঙ্‌ক্তি কতো বুকে আনে রাতের শিশির
নন্দিত ব্যথার তোড়ে ভেঙে যায় খ্যাতির শরীর-

নভজ নিলয় থেকে

প্রবৃত্তির প্ররোচনা মেনে নিয়ে যখন মানুষ
জীবন্ত লাশের মতো নিষ্ফলতা নদীস্রোতে ভাসে
তখন ফোটাতে পারে কোন্ কবি জীবন বচন
যদিনা অন্তর তার অনন্তের মর্মমূল হয়।
কী বিশাল জটিলতা মিশে আছে মনের অসীমে
কোন কবি বুঝেছে সে রহস্যের অরঙীন মানে
মাটি বৃক্ষ পুষ্প ফল সাগর আকাশ নীল নদী
কাঁপে কার নিরাকার অতুলিত শৃঙ্খলার হাতে!

বাতাসের বিপরীতে হাজার তারার মেলা কই
অশ্রুর আনন্দে ক্যানো লেগে আছে জিঘাংসার ছুরি
ছেঁড়া মেঘে মাখা আছে অবিশ্বাসী বৃষ্টির বিপদ
অন্তিমে প্রেরিত যিনি শোনো তাঁর সরল কথন-
আল্লাহ ছাড়া প্রভু নেই মোহাম্মদ তাঁহার রসূল
এ স্রোতেই অক্ষয়তা প্রত্যুষের প্রকৃতি হ'য়েছে।

আততায়ী নদী

তুমিও সন্ত্রাসী হ'লে হে প্রমত্তা অতীতের
পানিশূন্যতার অস্ত্রে কে সাজালো তোমার শরীর?
আততায়ী নদী তুমি
কাফের উজান থেকে শিখে এলে অসাম্যের নীতি
শস্যহীনতার রক্তে ঢেকে দিলে বিশ্বাসিত বাঙলার মাটি
বিষিত বাতাসে ভারী ক'রে দিলে অন্নদর্পী মানুষের গৃহ
কেড়ে নিলে পলিঋদ্ধ আউশের সবুজ বিস্তার
তাড়ালে জরিনাদের শহরের নষ্টরাজ্যে
বস্তিবিদ্ধ বন্যতায় মিছিলের আবশ্যিক বোধে।
তোমার তীরের বুকে কর্মতীর্থ গ'ড়েছিলো যারা
বালির বিশাল ঢেউয়ে ভেসে ভেসে সে জনতাজোট
এখন আশ্রয়হীন নাগরিক নগ্ন উপহাসে।
বাছেত শেখের দল খোয়া ভাঙে, ভুলে যায়
লাউলতা ছাওয়া গৃহ বাছুরের পরিচর্যা গঞ্জগামী পাড়ি
ইলিশের মরশূম জেলে নৌকা নতুন চরের পাট ধান
শিশুদের মক্তব কাশবন মাছরাঙা পাখি
বিপুল স্রোতের পরে পানিহীন অপেক্ষার স্মৃতি।
হে হন্তারক নদী, আততায়ী, সন্ত্রাসের অজলিত দেহ
হাজার চরের হাড়ে হাহাকার ক্যানো মেনে নিলে?
তোমার গোপন অস্থি ঢেকে দিতে জলের যৌবনে
প্রতিবাদী মানুষেরা যদি হয় অজেয় মিছিল
তখন তুমি কি ফের এ মাটির জীবন হবেনা?

কিছুদূর পাশাপাশি হাঁটি

হতাশার হাত ধ'রেই হাঁটাহাটি ক'রতে হ'চ্ছে আজকাল
স্বপ্নের প্রান্তরে এখন লাগাতার ভূমিধস
বাজেটের বিরসতা দ্রব্যমূল্য মৌমাছির হুল
স্বজনদের খোঁজ খবর নেয়ার ইচ্ছেটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার
স্বদেশেই জ্ব'লছে আগুন
দূর দেশের দিকে আর কখন তাকাবো?
অতঃপর কী উপায় আর
তাবৎ নদীর পানি পৃথিবীর পুরনো দু'চোখেই হ'চ্ছে জমা।
এ আমার দ্যাখারই দোষ
নাহলে ক্যানো শাদা কালো সকল মানুষ
একই সমান্তরালে আসে চোখের সীমায়
ক্যানো বলে মন মুখ সকলেই স্বজন আমার
ক্যানো চিৎকার করি সাবধান সাবধান
এক হও এককত্বে একই প্রেমে হও চিহ্নহীন
অক্ষরপূজারী যতো উন্নাসিক জ্ঞানীদেরে ক্যানো
বার বার ব'লে যাই
জ্ঞানের প্রেমের মূল অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবী।
সেই একই সূচনার রঙ
সেই একই রক্ত মাংস নিয়ে দু'দিকে ক্যানো যে যাত্রা—
তীক্ষ্ম তীব্র চেতনারা শেষে এসে অবসাদে মেশে
নিষ্ফলতার শীর্ষ তুষারিত হতাশায় ভাসে
আপাততঃ এ-ই আছে— অশৃঙ্খল অদীপিত রাত।
হতাশার হাত ধ'রেই হাঁটাহাটি ক'রতে হ'চ্ছে আজকাল
তাই ভালো— কিছুদূর হতাশারই পাশাপাশি হাঁটি
হাহাকারের হাতে হাত রাখি অপেক্ষায় নতুন আশার।

নগ্ন নীল ফুল

কখনো প্রান্তর ছাড়ি পুনর্বার কখনো কানন
কখনো বিদ্যুৎ হই মেঘাশ্রয়ে, কখনো শিশির
ঝড়ের ঝলকরেখা পুরোপুরি মুছে দিতে গিয়ে
কখনো আকাশ আনি কৃষ্ণনীল গভীর নিশির।
চোখের দিঘীতে জ্বেলে টলমল শ্রাবণের জল
কখনো এগিয়ে যাই অজানিত বহ্নিমানতায়
সাজাই অঙ্গারখণ্ড কুসুমের শরীরের পরে
রোদেল পথের বুকে সব অগ্নি তৃণ হ'য়ে যায়।
কালের নীরব স্রোতে মুহুর্মুহু অনিশ্চিত খেয়া
দুর্বার যাত্রার টানে নিরন্তর ওঠে দুলে দুলে
নাক্ষত্রিক চিহ্নঘেরা দ্যুতিদগ্ধ দিশাহীন পাড়ি
অচেনার কাছাকাছি অবশেষে ভিড়ে যায় ভুলে।
রাতের চূড়ান্ত নামই অনাবিল আলোকিত দিন
কাঁটার হৃদয়ে ফোটে ভালোবাসা ভেজা নীল ফুল—
যার স্রোত বহমান নিরবধি অবিরাম লয়ে
সে নদীই খুঁজে পায় সাফল্যের সাগর অকূল।
তাই ছিঁড়ি জড়চিহ্ন যাত্রা করি পিপাসার দিকে
ক্রমশঃ পেরিয়ে যাই তপ্তহিম সব বসবাস
অস্তিত্বের কালো রঙ ডুবে গ্যালে মহামগ্নতায়
শুনি অন্তর্লোক জুড়ে নগ্ন নীল ফুলের বিলাপ।

আবার ভাসাও নাও

আবার ভাসাও নাও হাই তোলে নিয়মী জীবন
অনিশ্চয়তার স্রোতে ভাসে ওই অলৌকিক পাল
সীমানার কূলে ভাঙে অসীমের জোয়ার মাতাল
ফেনিল সলিলে নীলে বেজে ওঠে বাতাসের বন।
পদ্মপরিকীর্ণ বিলে কেঁদে ওঠে রাতের ডাহুক
কী ক'রে ঘুমায় বলো অনিকেত প্রেমিকের চোখ
আহত হৃদয়ে যবে দোলে দূর সফরের সুখ
বেনামী বসন্তে ফোটে আনন্দের আহত আলোক।

ভাসাও আবার তরী তন্দ্রা রাখো গৃহের গতরে
কতোকাল হেলা ক'রে হ'য়ে আছো বিশ্রামের ধোঁকা
প্রান্তর পাহাড় নদী নিশাকাশ জ্ব'লে পুড়ে মরে
তারা জ্বলা রাতে কতো খুলে যায় দ্যুতির ঝরোকা
কদরের রাত কতো হয় কালো কালের কাফন
রক্তিত হৃদয়ে তবু বেজে চলে কিসের কাঁপন?

অনলারণ্যে কে

কে? কে তুমি এ অনলে চলো
নির্বিকার পথরেখা এঁকে যাও শ্রমের সমাজে
কালো আগুনের অমা ভেদ ক'রে বঙ্গমৃত্তিকায়
গড়ে তোলো দ্যুতির সড়ক
বাবেলের বহ্নিমূলে শিশিরের শান্তিস্রোতধারা
এনেছিলো যে নায়ক
এতোদিন পরে বুঝি হ'লে তুমি তাঁহার অনুগ?
বিশ্বাসের মর্মব্যথা গেঁথে দিতে বঙ্গের বাতাসে
শব্দবৃক্ষরোপণের তাই বুঝি পক্ষে কথা বলো
শব্দের শরীর থেকে মুছে দিতে চাও বুঝি তাই
বিবর্ণ জীবনচিহ্ন পতনের সুখদ বিকার-
তাই কি তুলেছো অন্য চন্দ্রনাও হিমেল নিশীথে
অগণিত অগ্নিনদে, অনলারণ্যে, অগ্নি বসবাসে
অচেনা শিশির নিয়ে ডাহুকের গোপন ডানায়
হিজলে শিমুলে দোলে বিষমাখা বাতাসের ছুরি
ভাসমান মানুষেরা দীর্ঘশ্বাসে ভারী হ'য়ে ওঠে
অবিশ্বাসী রক্তস্রোতে মজ্জমান মুখর সমাজ
কষ্টের কুসুম হ'য়ে এ আগুনে কী নিয়মে বাঁচো?
দোয়েলের দ্যাখা নেই মন অরণ্যে
আদিগন্ত বহ্নিমান আগুনের জ্বলন্ত বাগান
তুমিই শিশির শুধু শব্দপত্রে—
অক্ষরেরা শৃঙ্খলিত চিরায়ত দম্ভোক্তির মতো
পত্রপুষ্পবিবর্জিত বৃক্ষপুঞ্জে লেলিহান শিখা
ত্রাণছাপ রেখে যাও কী নিশ্চিন্তে দহনের বনে—
চোখের আড়াল হ'লে একদিন বহ্নিচিহ্ন নিয়ে
আবার কখনো কেউ হ'তে পারে হয়তো বাবেল—
এ আশায় বুক বেঁধে চলো
কে? কে তুমি অনলে চলো—

অক্ষমতা

আজ যে জোয়ার বড়ো, শেষ রাতে জাগালে হঠাৎ
ভাটিরোগে এতোদিন ভুগে
নিয়ে এলে বিবাগী জোয়ার
হে অচেনা অনিকেত! বলো— ভালো আছো?
শব্দশ্রম দিই ব'লে
মাঝে মাঝে এরকম এসে
দিয়ে যাও নান্দনিক নাড়া
আনো কোন্ অশ্রুসিক্ত দীপের দহন।
অর্ধ ঘুমে অর্ধজাগরণে
চেতনার বেলাভূমি অক্ষরের বানের তলায়
ডুবে যায় ডুবে ডুবে যায়
নয়নের খিল খুলে
নেমে আসে পরোক্ষ প্রপাত
কঠিন শিলার সাথে ভেসে যায়
তরলিত তীক্ষ্ণ প্রস্তরণ।
জানোতো আমার বাস তন্দ্রাশ্রয়ে
নিদ্রা সেতো মৃত্যুবৃত্তবাসী
বুকের মোহনা দ্যাখো একাকার বৈভবের মতো
ধরে আছে গীতল অতল।
শেষ রাতে জাগালে হঠাৎ
আঁধার জোয়ার জলে
তোমার বুকের ছাঁচে মিলে যায় এরকম বাণী
কোথা পাই অসঞ্চয়ী শব্দকর্মী হ'য়ে।
তোমার জোয়ারে ফোটে কর্দমাক্ত নক্ষত্রের ফুল
ওদিকে আকাশে ওঠে অরণ্যানী, মাটি
আলোর অধিক অমা ছায়াস্রোতে ভেঙে ভেঙে পড়ে—
শেষ রাতে জাগালে হঠাৎ
শেখালে নতুন ক'রে হে কবিতা
অক্ষমতা শব্দের বানান।

নদীগুলো

শাদার সাম্রাজ্য নিয়ে কাশবন নদীর কোমরে
বিশাল কলস হ'য়ে আছে
ছলকে ওঠে শাদা নীর এলোমেলো বাতাসের সাথে
বাঁকা নদী ব'য়ে যায়
বাঙলার বিপুল লীলায়
শরতের কাছাকাছি শীতারম্ভে নীল জলধারা
বিশীর্ণ শরীর নিয়ে ধীর পায়ে ফিরে যায় গৃহে
য্যানো নারী নৈসর্গিক সংসারিণী বঙ্গবক্ষাধারে।
হাজার পালের ফুল সে-ও শাদা
তেজারতি মানুষের নাও
গঞ্জের গতর থেকে তুলে আনে আয়ের আরাম—
শ্বেতাভ বকের ঝাঁক পানি পাড়ি দিয়ে উড়ে যায়
নতুন চরের দিকে-
মাছরাঙা পাখিরা রিজিক
খুঁজে ফিরে ঢেউ তোলা স্রোতে
পানকৌড়ি চখাচখি চ'লে যায় কাশের আড়ালে
বাতাসের বুক চিরে আঁকে ডানা চলমান চিল
ফেনা জমে শ্বেতশুভ্র পানি ভাঙা তটের সীমায়
শাদা মেঘ ছায়া ফ্যালে মাঝে মাঝে রোদে রেখে পিঠ
হাজার নদীর ছন্দে ভ'রে ওঠে বঙ্গের বৈভব।
নদীদের কাছে চলো
নদীগুলো অবিকল বিশ্বাসের বেদনার মতো—
কালস্রোতে ভেসে যায় পেছনের ধূসর উজান
তিষ্ঠ কবি স্মৃতিতটে
বয় দ্যাখো প্রেমস্রোত নিরন্তর দরবেশের দেশে।

দেশ

আনন্দটা তুলে নাও যন্ত্রণাটা থাক
দরোজাটা বন্ধ থাক খুলে রাখো জানালা জীবন
যাবোনা কোথাও আমি এদেশেই মাটির আড়াল
আমার অদৃষ্ট হোক এরকমই বুকের বচন
নির্মেঘ আকাশ দেখি কখনো জলাভ মেঘমালা
চাঁদের উজান ভাটি শিউলিঝরা রাতের রোদন
তারা ঘেরা ছায়াপথ কোটি কোটি দ্যুতির নিশীথ
সবুজ শ্রমের মাঠ খোয়া ভাঙা শহরের রুজি
মনের গোপনে কাঁদে পদ্মা কিংবা তিতাসের তীর।
নদীর নিশ্বাস বয় অসহায় খাড়া পাড় ঘেঁষে
হিজল শিমুল শাল আম জাম কড়ই কাঁঠাল
অনন্য অরণ্য ধন্য কার জন্য এ মাটির মায়া!
মায়ের আদর স্নেহ এ ভূখণ্ডে এতোই বিপুল
কোথায় বুবুর বাড়ী বায়না ধরে স্নেহের অনুজ
ধলা গাই দুধ দিলে মনে পড়ে সকিনার কথা
ক'টা আম থাক গাছে শহরালী যদি ফিরে ঈদে
কুটিরের তট ঘেঁষে ভাঙে নিত্য মমতার নদী
এশিয়ার মর্ম য্যানো নবীমগ্ন এই বঙ্গদেশ
এ ভূমির বিশ্বাসীরা মেঘ হয় খরার আকাশে
শালিকের ঝাঁক হয় হেমন্তের শস্যশূন্য মাঠে
উত্তরের হাওয়া হয় নেমে এলে শীতের শিশির
খোরাকীর স্বল্পতায় প্রার্থী হয় তোমার দয়ার
এ মৃত্তিকা সৃজিত যদি তোমা হাতে তবে ক্যানো আর
অন্য কোনোখানে যাবো ডাহুকেরা ডাকেনাকি হেথা?

বিষণ্ন বৃক্ষের অনুযোগ

বলো আমি নই কিনা বিষণ্ন বৃক্ষের মতো একা
অসবুজ আমার পাতায়
বিচ্ছেদী বাতাস ভাঙে— ভেঙে ভেঙে শূন্য শান্ত হয়
রোদ রাত্রি ব'য়ে যায় পালাক্রমে ধূসর শরীরে
কখনো সখনো বৃষ্টি শিশিরের শীতায়িত ছোঁয়া
ধোয়ায় ভেজায় দেহ ইচ্ছেমতো প্রকৃতি নীতিতে
জ্বলে নীল চন্দ্রালোক নিরালম্ব বক্ষদীপাধারে।
বৃন্তচ্যুত ফল পড়ে অক্ষরের মাটিতে তখন
যখন অবোধ্য দোলা ব'য়ে যায় পাতায় পাতায়
প্রহত পঙ্‌ক্তির লাশ জমা হয় কবিতার পাশে
কিছু গন্ধ কিছু রূপ কিছু কিছু আর্ত বক্ষবাণী
বাণীর কাঁপন নিয়ে আসে।
বলো আমি আছি কিনা বৃক্ষের মতোন অনড়
এখানে হাজার লীলা কোন দেশে যাবো বলো আর
বিপুল মানবস্রোতে চলে চাষী হালাল মজুর
মিলাদের রেশ শেষে চোখ মোছে কতোযে মানুষ
পিতার দুলালী নারী নাইয়রের নাও নিয়ে যায়
ধানক্ষেতে হাওয়া দোলে দূরে কাঁদে সাঁঝের আজান—
শতেক বকের ঝাঁক পানিউড়ি চখাচখি চিল
কাঁঠাল হিজল বন মেঘময় কাছের আকাশ
আমাকে ক'রেছে দ্যাখো শিকড়িত বৃক্ষের মতো।
আমার বিষণ্ন প্রেমে বিস্ময়েরা বাতাসের মতো
রোদে রাত্রে আন্দোলিত হয়
পত্র পুষ্প ফল নিয়ে অক্ষরেরা মাঝে মাঝে কাঁদে।
এ বিষণ্ন বৃক্ষটিরে ক্যানো তুমি কবি হ'তে দিলে
ক্যানোইবা বানালে তাকে বক্ষধ্বনি বাঙলাদেশের।

জানি একজনই

বৃ থা
ক বি তা
এবং জীবন জন্ম মৃত্যু শ্রুতি ও সৃষ্টি।
ক থা
মৌ ন তা
খোলা নভপথে অচেনা লীলার শূন্য দৃষ্টি।
সু খ
অ সু খ
মূল সীমানায় মুছে গিয়ে থামে এক পরিণামে।
শা দা
অ শা দা
কালস্রোতে মিশে নিরাশায় দোলে নিয়তির নামে।
ভ য়
বিস্ম য়
ললাটের লিপি লেখা হ'য়েছিলো সেই কবে য্যানো
ক ভু
ম রু ভূ
লু হাওয়ার শেষে এনেছিলো বুঝি মরুদ্যান কোনো।
ক্যা নো
ই কো নো
বলপেন তবু হরফ জ্বালায় অযথা কাগজে?
মা পা
শি রো পা
পেলে লাভ কিবা অবিশ্বাস যদি মন ও মগজে।
গো ড়া
অ জোড়া
বুঝলেই যদি জড়যাত্রা তবে থামাও ভ্রষ্ট—
জা নি
এ ক জ ন ই
নিতে পারে কিনে ক্রুটিভরা এই বুকের কষ্ট।

বিরানব্বই

এখন বৃষ্টি ছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই আমাদের
দেশটা পুড়ে যাচ্ছে
দাবদাহজাত অস্বস্তিতে ঝ'লসে যাচ্ছে গ্রাম জনপদ শহর
বঙ্গবাসীদের মুখ মরুভূমি মরুভূমি লাগে
ব'য়ে যাচ্ছে বালিঝড় একটানা
এবারও সুরাহা হয়নি ফারাক্কার ব্যাপারটা
পদ্মার পানিপ্রবাহ অনিশ্চিত আগের মতোই
তিনিনি তো এক ঘাতক গোশ্রেষ্ঠকে সামলাতেই বেসামাল
রূপচর্চা না দেশশাসন? কোন্‌টা?

দেশটাতে বৃষ্টি হবে কখন?
মেঘগুলো আর পছন্দ করেনা মনে হয় দেশীয় আকাশ
কখনো হঠাৎ জড়ো হ'লেও খণ্ড খণ্ড ছেঁড়া ছেঁড়া
শতসংখ্যক রাজনৈতিক দলেরা য্যামন চ্যাঁচায় মিছিলে খণ্ড খণ্ড
একাকার হওয়ার শক্তি মাটিতে আকাশে কোনোখানে নেই
মেহেরজান বিবি দুধের বাচ্চাটা নিয়ে বাপের বাড়িতেই
পড়ে থাকে। মাঝ্‌রাতে চাপা স্বরে কাঁদে—
যৌতুকের দুঃস্বপ্নেরা তাড়া করে যখন তখন
আধভাঙা নাওটা যে মেরামত ক'রবে
সে মুরোদটুকুও নেই অছিমুদ্দি মাঝির— উপোস করে
বউবেটিরা। কাজ খুঁজে খুঁজে হন্যে হয় মইজুদ্দি
হামরা বুঝি আর বাঁচমুনা বাহে-দ্যাশে ভাত নাই
রাজধানীতে বেড়ে চলে অন্নসন্ধানী মানুষের ভিড়
এরই মধ্যে চ'লছে অর্ধদিবস, সকাল সন্ধ্যা, লাগাতার
কতো কিসিমের যে হরতাল
দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দয়াগঞ্জ বাজারে সবজি বেচা
বন্ধ ক'রে দ্যায় রজবালীরা—
কলকারখানায় লুটপাট, চিৎকার, দুনিয়ার মজদুর এক হও
আদমজীতে ছাঁটাই— সর্বস্বান্ত হ'য়ে ফিরে আসছে
তাইওয়ান প্রবাসীরা— অনেক সংবাদই ছাপা হ'চ্ছে আজকাল

কোথায় কতো একর জমিতে পুড়ে গ্যালো ফসলের চারা
উৎপাদন ঘাটতির মোটামুটি পরিসংখ্যান দেশবাসী জানে
এই যে খরার চুলায় উলটা পালটা ক'রে ভাজা হ'চ্ছে
দেশটাকে— এর শেষ কোথায়?
সামনে দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে আসছে শীত, শরত
আর হেমন্তের হাহাকার, পোড়া মাঠ— জঠরের খরাতপ্ত ক্ষুধা
কার পাপে পুড়ছে স্বদেশ?
বলোহে বক্তৃতাব্যবসায়ী যতো স্বৈরাচারী গণচারী
মিথ্যাবাদী মওদুদীর দল—

এখন বৃষ্টি ছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই আমাদের
চাই বৃষ্টি জান ও মালের নিরাপত্তার মতো
চাই বৃষ্টি শিশুদের মিছিলের মতো
চাই বৃষ্টি ধানের গন্ধের মতো প্রাণের ছন্দের মতো
বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি— এরকম গানের মতো
বিশ্বাসিত বুক জুড়ে বৃষ্টিরই বাসনা এখন।

হালচিত্র

নষ্ট মেঘের আনাগোনা আকাশ জুড়ে
বৃষ্টিবিহীন সারাটা দিন যাচ্ছে পুড়ে
গণতান্ত্রিক ঘোল খাওয়াচ্ছে নেত্রী নেতা
রাতের খুনী নাচছে এখন দিন দুপুরে।

রক্ত য্যানো সস্তা কোনো পুরির হোটেল
বঙ্গবাসীর জীবন জোড়া টুরিষ্ট মোটেল
দেশোদ্ধারে মন দিয়েছে ঘাতক দালাল
সংসারীরা অনিশ্চিতির একতা মেল।

কে ব'লেছে সোনার বাঙলা গোনায় পোড়ে
হাজার হুজুর ওয়াজ করে লোভের মোড়ে
ব্যবসাপাতি ধর্ম নিয়ে হয়না নাকি
ভাসতে থাকা ধর্মসভার স্রোতের তোড়ে।

ঘুষখোরদের ঠ্যালায় প'ড়ে সৎ কেরানি
খাচ্ছে ভালোই বাজারদরের ঘোলাপানি
হাসপাতালের লাশের পাশে হাজার ক্লিনিক
শিক্ষালয়ে সন্ত্রাসীদের চোখ রাঙানী।

হেডলাইনে বউবেটিদের খারাপ খবর
চান্দাবাজী আতশবাজী এক বরাবর
বিউটিশিয়ান স্বপ্নে কমায় সিষ্টেম লস
ককটেল খেল দেখছে পুলিশ নিত্য প্রহর।

নদীর মধ্যে বুড়ো আঙুল-নষ্টচড়া
বাড়ছে কবির শতেক গোষ্ঠী শব্দেমরা
বুদ্ধিবেপারীদের মাথা ব্যাঙের ছাতা
এইতো দেশের আসল জামা ইস্ত্রি করা।

আকাশের ছায়া

হয়তো আকাশই বুঝি, কমপক্ষে প্রতিবিম্ব তার—
আকাশেরই। শুয়ে আছি মৃত্তিকায় আঁখি নভোমুখী
বিভাবরী বিষণ্নতা মস্তকের উপাধান য্যানো
প্রহরের পাশাপাশি আমি জড় আরেক প্রহর।
ও আকাশ! দিনে তুমি হ'য়ে থাকো শুধুই আকাশ
রাতে হও বৈভবিত নক্ষত্রের কম্পমান শোভা
চাঁদের হলুদ হ'য়ে চোখে নামো কখনো কখনো
ছায়া আঁকো রহস্যের নয়নের নগ্ন আয়নায়
আবছা কুয়াশা হও ছায়াপথে বিশাল বিস্ময়ে
আর কী কী হও বলো জিজ্ঞাসার শরীর শুধায়।
যাপিত যামিনীগুলো পুস্তকের পৃষ্ঠা হ'য়ে আছে
কোন অধ্যায়ে কী বিষয় কে রেখেছে তাহার হিসেব?
চোখে ছবি আকাশের বুকে তবে কোথাকার ছায়া
চোখের সরণী তাই বুকে এসে বাসা কী বেঁধেছে?
শায়িত মাঠের বুকে নৈশব্দের নিশীথ যখন
কবির শরীর হয় মনে জ্বলে মনের আকাশ
অশাব্দিক অসীমতা শব্দকল্পে কাঁদেকি তখন
রিক্ততার তৃণপত্রে জমা হ'লে অচিন শিশির।
আমাকে আকাশ বলো কমপক্ষে নভোছায়া বলো
অক্ষরের অন্তে দ্যাখো অনায়ত্ত অনন্তের স্বাদ
মাঝে মাঝে মেঘমালা ভেসে যায় আমার ছায়ায়
এঁকে যায় কবিতার ক্ষতচিত্র অনন্ত ধারায়।

নীল চোখ

নীলাভ নিসর্গঘেরা পদ্মা মেঘনা যমুনার পাড়ে
যদিও আমার বাস, পালে লাগে তোমার পায়ের
কোমল অমল হাওয়া— বয় শিষ্ট বিশ্বাসের নাও
সময়ের স্রোতে ভিজে এভাবেই জীবন বেঁধেছি।
লাউয়ের মাচার পাশে চাল ঝাড়ে এদেশের নারী
ভাতারের ভাত বাড়ে কোলে নিয়ে দুধচোষা শিশু
মিনারে আজান হ'লে কেশ ঢাকে শাড়ীর আঁচলে
মাটিতে বিছিয়ে পাটি মগ্ন হয় তোমার বিধানে।
ভাসায় আশায় কিংবা গঞ্জগামী তেজারতি নায়
হাটের বৃষভ যানে কিংবা নীল ফসলের ক্ষেতে
সরল শ্রমের ঘামে যে গোপন প্রেমের প্লাবন
ভাসায় বঙ্গের প্রাণ তার কথা হয়নিতো বলা।
এ আমারই জন্মভূমি মানচিত্র মদীনামথিত
বাহিরে নদীর নীর শ্রাবণের বৃষ্টিবাহী মেঘ
ভিতরে তুরের তৃষা মরুভূর নীলাভ আকাশ
প্রস্তরিত দ্যুতিকেন্দ্র পৃথিবীর প্রথম আলয়।
তোমার পায়ের ছায়া সুবিস্তৃত সৃষ্টিসীমা জুড়ে
দোয়েল শালিক বক বানমগ্ন হাজার হাওর
বাঁশের বাগান পদ্ম চখাচখি শাপলা ডাহুক
তোমারই কদম থেকে তুলে আনে প্রেমের নিয়ম।
তোমারই কারণে আছি মাটি পানি মানুষের সাথে
শ্রমসাম্যে এক প্রেমে বেঁধে তুমি দিয়েছো যখন
অনন্তের দেশে ডাকো প্রবাসী আবাস শেষ কবে
অপেক্ষায় কাল যায় নিসর্গের নীল চোখ কাঁদে।

অরঙিন আর্তনাদ

অনেক রঙের ঢেউ ভেঙে গ্যালে চোখের ডাঙায়
অবশেষে এক রঙ লেগে থাকে দৃষ্টিতট জুড়ে
এক এক জনের দ্যাখা ভিন্ন ভিন্ন মোড়ের মতন
বিভিন্ন বারান্দা তাই মানুষের বিভিন্ন গৃহের।
রঙরোগাশ্রিত চোখে জ্বলে নিত্য হাজার ঝলক
নেই নিরাময় নেই নিসর্গের নগ্ন সম্মোহনে—
তোমার ক্যামন রঙ এমতন প্রশ্ন করি যদি
রসূল মুসার মতো অন্য কোনো ক্লান্ত কোহেতুরে

শ্রুতির সীমানা সাড়া পায় নাই পাবেনা কখনো
শুধু নিরুপায় সাধ অন্বেষণে মাথা কুটে মরে।
নিসর্গগ্রন্থের পাঠে কতোদিন দৃষ্টিবিদ্ধ হবো
অমেয় অপেক্ষাগুলো মানেনা যে সময় শাসন
'কী উপায় কী উপায়' নিরুপায় আর্তনাদ কাঁদে
রক্তের রহস্যে নাচে অরঙিন অচিন অনল।

আহত নীরবতা

তোমার কথা ব'লবো ব'লে যেই দাঁড়ালাম
সকল ভাষা হারিয়ে গ্যালো সেই নিমেষেই
অক্ষমতার শূন্য নিলয় ভরলো ব্যথায়
আশায় জ্বেলে নিষ্ফলতা সেই নিমেষেই।

তোমার বাণীর জন্য স্মৃতি যেই জাগালাম
শোনার সূত্র ছিন্ন হ'লো সেই সময়েই
ক্যামন করে শুনবো তোমার গোপন বচন
জীবন হ'লো মৃত্যুনিথর এই জীবনেই।

তোমার পথে চ'লবো ব'লে পা বাড়ালাম
মরুর আগুন লাগলো পায়ে সেই সময়েই
পথ হারানো পথের মাঝে উঠলো রোদন
পথের রেখা মিলিয়ে গ্যালো চলার আগেই।

তোমার বদন দেখবো ব'লে যেই তাকালাম
দৃষ্টিপাতে নামলো নিশীথ এক নিমেষেই
ভাঙলো মনের দেখতে চাওয়ার ইচ্ছেগুলো
ঝ'রলো চোখের তরল নদী সেই নিমেষেই।

তোমার প্রেমে জ্ব'লবো ব'লে যেই পোড়ালাম
গোপন অয়ন মলিন বসন গভীর রোদন
ডুকরে উঠে রাতের ডাহুক মনের জলায়
তুললো স্রোতের নীরব জখম সেই নিমেষেই।

সবুজ গম্বুজে যিনি

নিশ্চল নিথর দেহ
শুয়ে আছো মরার মতোন
অথচ তোমার মনে হ'চ্ছে তুমি চ'লছো—
মনে হ'চ্ছে পেরিয়েছো দীর্ঘ পথ প্রজ্ঞার
সাফল্যের স্বেদস্রোতে ভাসিয়েছো সুখের তরণী
জড়তটে ভিড়িয়েছো তেজারতি বৈভবের বোঝা
তবুও জানোনা তুমি জীবনের প্রাকৃতিক পাড়ে
তোমার অথর্ব সত্তা শুয়ে আছে লাশের মতোন।
বায়বীয় স্বপ্নচর্চা প্রবৃত্তির পোড়া গন্ধ হ'য়ে
বাতাস ক'রেছে ভারি
নিদ্রাপ্রতারণা দোলে স্বেচ্ছাঅন্ধ চোখের পাতায়
তবু তুমি তৃপ্ত দেখি শূন্যতার নষ্ট অধিকারে।
হে সভ্যতা ব্যভিচারী
বিশ শতকের বুকে নিয়ে এলে জখ্‌মি জীবন
কী নামে তোমাকে ডাকি– আততায়ী? আত্মঅত্যাচারী?
অবাঞ্ছিত বিষবৃক্ষ, তোমার শাখায়
ধাড়ি ধাড়ি বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে
নষ্ট কবি দার্শনিক পেণ্টাগনি বিজ্ঞানীর দল
এবং প্রযুক্তিবিদ হন্তারক বুদ্ধিবিক্রেতারা।
তোমাকে থামতে ব'লবো? ক্যানো?
তুমিতো থেমেই আছো, শুয়ে আছো মরার মতোন
দুঃস্বপ্নকে স্বপ্ন ভেবে জড়তাকে প্রাণচিহ্ন ভেবে
আপন আগুনে পুড়ে ক'রে যাচ্ছো আত্মার হনন
জনতার। তোমাকে বলবো, জাগো। ক্যানো?
তুমিতো জেগেই আছো ইচ্ছাঘুম আবরণে ঢেকে—
জানোনাকি ত্রাণপাত্রে ছ'লকে ওঠে কার, বেশুমার
প্রেম প্রজ্ঞা আস্থাচার নিষ্কলুষ আসল নিবাস—
তোমার চোখের ঘোর নিরর্গল ক'রে দ্যাখো দেখি
সবুজ গম্বুজে যিনি তাঁর চেয়ে কে বেশী আপন?

অদৃষ্ট

একাংশ উড়ন্ত পাখি ওড়ে অন্য অনীল আকাশে
দুর্নিরীক্ষ্য মেঘমালা মাঝে মাঝে তার পাশে ভাসে
অন্য অংশ মায়ামাটি কর্মযজ্ঞ সাংসারিক তাপ
এই নিয়ে ইতিহাসে জ'মে ওঠে বিশাল প্রতাপ
ভিতর বাহির যার অনায়ত্ত সম্পদের মতো
প্রবল পতন নিয়ে নিরন্তর নগ্ন যুদ্ধরত
মানুষ কখন তুমি পেয়েছিলে স্বস্তিস্নাত সুখ
দেখেছিলে একসাথে আকাশ মাটির মূল মুখ

এ তোমার অদৃষ্টের অমামগ্ন আলোর লিখন
সকল কারণ করো অকারণ যখন তখন
সংসারের মর্মে আনো অশস্যের ব্যতিক্রমি ঢল
একান্ত গোপনে রাখো যন্ত্রণার নভজ ফসল
রোদনের দীপ জ্বেলে দ্যাখো দূর অনন্তের পথ
মাটিতে যদিও নীড় তবু তুমি অচিন কপোত।

চলো যাই

পরোক্ষ প্রহরে যাই চলো
চলো যাই সময়ের ভাঁজের ভিতর
কলকোলাহল নিয়ে প'ড়ে থাক নষ্ট মানবতা
নিসর্গের আর্তনাদে শ্রুতিস্মৃতি হ'লো ভারাতুর
আনবিক সবকিছু মানবিক বুকের বদলে
শুশ্রূষা চিকিৎসা তার ব্যবস্থার কোন্ পত্রে আছে
চলো যাই খুঁজে পেতে দেখি সে ঠিকানা।
ছাড়ো কোলাহল চলো ডুবে যাই মগ্নতার মূলে
ভিতরে বাহিরে খরা
যুথবদ্ধ পঙ্গপাল পয়মাল ক'রেছে সকল
সংসারের বিরল ফসল।
ফাটলের প্রশাখারা বেড়ে চলে মনের মাটিতে
আকাশের কোন্ কোণে কাঁপে
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন চলমান মেঘের মহিমা
চলোনা ওড়াই ফের নিরিন্দ্রিয় হৃদয়ার্তি
প্রার্থনার ভঙ্গিতে ফোটাই
দশটি কমলশিখা দু'হাতের
নিসর্গশরীর থেকে মুছে যাক হলাহল- ক্লান্ত কোলাহল।
চলো যাই জনান্তিকে পরোক্ষ প্রবাসে চলো যাই
অতল জীবন থেকে চলো আনি পিপাসার পানি
শূন্য বুকে ব'য়ে আনি চলো— অনন্ত নির্ঝরধ্বনি
বহমান বিশ্বাসের বাণী।

নড়লো চোখের পলক

খুললে আবার এ কোন সুখের সড়ক
সব কবিতায় চ'লছে যখন মড়ক
কোন্ কূজনে আনলে এমন সকাল
যার ঝলকে খুললো দু'চোখ স্বকাল
ধাতব জীবন হ'চ্ছে যখন নাপাক
পুষ্প যখন ঝ'রলো ঝড়ে বেবাক
কোন্ সাহসের বলে শত্রু সেনার
রাখলে তপ্ত হৃদয় বেচা কেনার
এমন আঘাত, এই পৃথিবীর বাসায়
আনলে উড়াল সব পাখিদের আশায়।
ঢাললে সবুজ সকল শুদ্ধ সুখের
জ্বাললে আগুন বাঙলাদেশের বুকের
ঘষলে ইমান বাম পাঁজরের খাঁচায়
যার আদলে বিশ্বাসীদল বাঁচায়
সকল রোদন সব বেদনার পতন
দূর আকাশের মূল জীবনের মতন
খুঁড়লে শরীর সকল ভরাট নদীর
জলের জোয়ার উঠলো হ'য়ে অধীর
স্রোতের মিছিল কোন্ কবিতার ভেলায়
মুক্ত বুকের মগ্ন সফর মেলায়
তোমার কথায় কোন্ জীবনের ঝলক
সব মানুষের নড়লো চোখের পলক।

জীবনবিধান বলছি

সেই অভয়ারণ্য আমি নিসর্গের নিরাপদ সীমা
শিষ্ট শান্ত সরোবর বরাবর শব্দহীন স্বরে
করি করাঘাত কালে সময়ের সকল প্রহরে
কানে নয় জ্ঞানে নয় শুধু বুকে বসাই বসতি
গড়ি লোকালয় শুদ্ধ নির্ভার চিরন্তনতার
আমাকে আঘাত করে দুর্বিনীত বিরোধী যে জন
প্রতিঘাতে সেই হয় প্রিয়জন আপন স্বজন
শুধু উদাসীন যারা অনাগ্রহী হৃদয়বিহীন
কক্ষচ্যুত ব্যর্থতার গ্লানি শুধু তাদের কপালে
এমন অরণ্য আমি সুবাসিত এমন কানন
এমন অভয় আমি প্রদীপিত এমন আলয়
এমন সাগর জল পিপাসার এমন সলিল
প্রেমের জ্ঞানের পথ জ্যোতির্ময় এমনই দলিল।
এখানে উন্মুক্ত দ্বার বাতায়ন সকল তোরণ
যে চায় যখন চায় আগমন সহজ অবাধ
হেরা হ'তে কতো পথে বিজয়ের অনড় শপথে
কাটালাম কতো কাল তবু আমি কালাতীত রীতি
আমাতে আবাস চাও আমি আলো এমন নবীর
যার বিবরণ দিতে নত হয় সারা পৃথিবীর
খ্যাত কবি বাগ্মীকুল বলে শুধু দরূদ সালাম—
নক্ষত্রে নজর রাখো খোঁজো ত্রুটি নভ-নির্মাণের
গ্রহ গ্রহান্তর দ্যাখো আকাশ পৃথিবী দ্যাখো
দ্যাখো রাত্রি দ্যাখো দিন পরস্পর ক্যামন বিলীন
সুপ্তির চাদর ছেড়ে উঠে বসো পাতো মন শোনো
সমস্ত নিসর্গ জুড়ে অবিরাম কিসের জিকির?

সাক্ষীনামা

নিসর্গের কাছাকাছি আসি-পুনরায়।
পুরনো মাটির ঘরে, পেট্রোলের পোড়া গন্ধে
প্রাত্যহিক শ্রমব্যস্ততায়
আবার আরাম খুঁজে মরি
শিশু জায়া স্বজনেরা
ফিরে আসে চোখের সীমায়।
ঋতুপরিক্রমার মতো এভাবেই ফিরে ফিরে এসে
ভাঁজ ক'রে রেখে দিই বয়সের ধূসর চাদর
আয়ুর আকাশ থেকে
একান্ত গোপনে ঝ'রে যায়
নক্ষত্রের ক্ষতচিহ্ন রোদে কিংবা শিশিরের সাথে—
ঝ'রে যায় সব মুদ্রা রোজগারের
সবুজ মাঠের ঢেউ ঝ'রে যায়
ঝ'রে যায় একে একে
প্রতারক মন্ত্রীপাড়া সন্ত্রাসন গণতন্ত্রায়ন
ঝ'রে যায় মেধাযুদ্ধ মানুষের বুকের ক্ষরণ।
আকাশে ওড়ার স্বপ্নে কর্তব্যের কঠিন মায়ায়
এভাবেই যাওয়া আসা নিয়ে
পথের রহস্য হ'য়ে ফুটি
বাঙলাদেশের বুকে বঙ্গাকাশে ফিরে আসি ফিরে যাই—
ব্যথিত ফুলের ভার শিউলিঝরা রাতের আঁধার
চন্দ্রায়িত নক্ষত্রতা পিপাসিত অন্তরের তল
বেত বন বাঁকা নদী ভাঙা ভোর ভোরের ক্ষরণ
সমস্ত পেরিয়ে যাই পতনের রাজসাক্ষী হ'য়ে।
বলো বঙ্গ, বলো বাঙলাদেশ
মাটি ও আকাশ জুড়ে যাওয়া আসা জারি রাখি কিনা?
নিরন্তর শ্রুতি স্মৃতি সত্তায় তাঁদের বুকের শব্দ শুনি কিনা বলো—
যাঁরা ছিলেন বঙ্গবক্ষে বিশ্বাসের প্রথম দীপন।

ফিরে এসো

কোথায় হারালে তুমি বলো
শব্দের ঝোপঝাড় অক্ষরের অলিগলি
কোথাও তো নেই তুমি
দৈনিকের সাহিত্যপাতাগুলো আজকাল
তোমার অনুপস্থিতিতেই ভ'রে ওঠে
সংঘের সরণী জোড়া দুর্বোধ্যতা মুন্ডুমাথাহীন
পদ্যপারিষদের দল হরদম তোমাকে তাড়ায়
শতশ্লোগানের ন্যাড়া মাথা চুয়ে
সতত গড়িয়ে পড়ে একান্ত অভোজ্য কিছু তেল-ঘামওয়েল-
তোমার নামেই দ্যাখো আইল্যান্ডে বটমূলে কারা
জন্ম দ্যায় বহুজাতিক শব্দসন্ত্রাসের
পরিত্যক্ত বাবুইয়ের বাসারা য্যামন
উত্তরের বাতাসে দোলে আশ্রয়ের উপহাস হ'য়ে
তোমার কান্তির নামে সেরকমই আবাসের ফাঁকি।
কোথায় পালালে তুমি বলো
তোমাকে খুঁজতে গিয়ে চ'ষে ফেলি পদ্যপাড়া যতো দেশে আছে
পদ্মার মতোন চড়া পানির বদলে বালিঝড়
মরন্ত বয়াতীর দল কী আনন্দে কাটছে জাবর
কুফরীকলমধারী নূতনেরা দশকদংশিত
চর্বিতচর্বণচর্চা কতোদিন?
তোমাকে না লিখেই দ্যাখো কতোজন কবি হ'য়ে গ্যালো
ফেব্রুয়ারী ফিরে ফিরে হাই তোলে কালের আড়ালে
গোপন দখিনা হাওয়া বিশ্বাসের ব'য়ে যায় রোজ
পদ্যকষ্টে পোড়ে প্রাণ এ মাটির কতোকাল থেকে
ফিরে এসো হে কবিতা ভেঙে ফ্যালো প্রতীক্ষার পাড়
ফিরে এসো পুষ্প হ'য়ে মেঘ হ'য়ে বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন হ'য়ে...

সারাক্ষণ সফরেই আছি

আমার তো যাওয়া হয় না কোথাও
যাওয়া হয় না মানে প্রচলিত যাওয়ার মতো
যাওয়া নয় আমার, অথচ দ্যাখো
বিরাম-বিশ্রামহীন আমি সারাক্ষণ সফরেই আছি।
গন্তব্যের উল্টো পথে দ্রষ্টব্যের উল্টো পিঠ ধ'রে
জাগতিক যন্ত্রণার আনন্দের মূলোচ্ছেদ ক'রে
দ্যাখো আমি যাচ্ছি ঠিক তোমার তালাশে।
দূরত্বের দিকে নয় নৈকট্যের দুর্নিরীক্ষ্য দিকে
যে পবিত্র অভিসার সেতো শুধু আমার আমার
হয়তো নিকটে আমি আমার ছায়ার
তার চেয়েও তুমি কাছাকাছি।
বাহিরের শেষ আছে, অন্তরের পথ অন্তহীন
সে বাহির পথ ছেড়ে শুধুমাত্র তোমাকেই পেতে
ছেড়েছি নিশ্চিত সুখ, ভুলে গ্যাছি নিজের নিশানা।
আমার তাই যাওয়া হ'লো না কোনোখানে
যাওয়া হ'লোনা মানে সেরকম যাওয়া হ'লোনা।
য্যামন মানুষ যায় কতোখানে যায়
যশ-শীর্ষে, সুখের সামগ্রী ভরা সুসজ্জিত গৃহে
যেদিকে দৃষ্টিতে আসে স্বচ্ছ সচ্ছলতা
সেদিকেই যাত্রা করে মানুষের সহজ মিছিল।
ভাটির স্রোতের মতো সবার সফর—
আমি ভাঙি প্রতিকূল ঢেউয়ের আঘাত
আমি ভাঙি আমার উজান।
সত্তার দেয়াল ভাঙি প্রেমাঘাতে
চুর্ণ হ'য়ে ছুটে আসি পূর্ণ হ'তে হে আমার প্রভু
আমি চাই দগ্ধ পরিত্রাণ।
আমারতো যাওয়া হ'লো না কোনোখানে
যাওয়া হ'লোনা মানে যাওয়ার মতো যাওয়া হ'লো না
অথচ দ্যাখো, বিরাম-বিশ্রামহীন আমি
সারাক্ষণ সফরেই আছি।

বাঙলার মতো

অভাবী সংসারই ভালো
শব্দসম্রাটেরা দ্যাখো কী বিপুল অপচয়কারী
অনটনেই টনটন থাকে সংসার
পিপাসার পরিমিত পানি
থাকে কি কখনো কোনো অযথার্থ প্লাবনের তলে?
শব্দের মজুর এক পদ্যপাড়ে বেঁধে আছে ঘর
বাঙলার। বানের আঘাতে তার কতোবার ভেঙেছে ঠিকানা
ভয়াল আষাঢ় শেষে শ্রাবণের অতিবৃষ্টি শেষে
আবার তাহার ডেরা শরতের নদীর কিনারে
প্রাকৃতিক আলো হ'য়ে ফোটে–
বার বার বারংবার বাঙলার ঋতুর বলয়ে
শ্রমজীবী বিশ্বাসীর মতো বসবাসে
আবার জাগিয়ে তোলে মনশূন্যে তারার ঝলক।
সম্পন্ন পদ্যের পাড়া থেকে
একান্ত অপদ্যজাত সবকটি অবহেলা নিয়ে
বঙ্গজ শ্রুতির সূত্রে গেঁথে তোলে বাণীর বাগান।
শ্রুতি দৃষ্টি জুড়ে তার সজিনার ফুল ভরা ডাল
চালতা কদম বৃক্ষ সরিষার মাঠের হলুদ
বাঁধা কপি শান্ত দিঘী পুঁই মাচা গরুর রাখাল
প্রত্যয়ের চিহ্ন হ'য়ে ভাসে।
এ নিসর্গে কৃতজ্ঞতা হ'য়ে
অনন্ত তরণী তার এভাবেই বঙ্গের নোঙর
আপাতত বুকে নিয়ে আছে।
মাঝে মাঝে শব্দদোলা মৌনতার দুয়ার নাড়ায়
শব্দের সম্রাট যারা বিচারের দন্ডহস্তধারী
বাক্যের বিচারে যদি ভুল ক'রে দণ্ডদানই করো
ব'লো কিন্তু স্বল্পশব্দী এ বিশ্বাসী বাঙলারই মতো।

সমর্পিত শব্দমালা

চলো নদীর কাছে যাই
স্রোতের ছন্দে সব নদীদের গায়ে
ছ'লকে ওঠে কার স্মরণের মিছিল
বলো, অদ্যাখা যে তিনিই মহান মানি।

চলো চাঁদের কাছে যাই
চলো জোৎস্নাধোয়া তারায় চক্ষু রাখি
উঠোন চিরি আকাশ পারের গাঁয়ের
খুলি খণ্ডিত সব সীমার মলিন দুয়ার।

চলো রাতের কাছে যাই
অন্ধকারের কোন রকমের মানে
তাঁর স্মরণের শিশির নিয়ে ঘুমায়
হিম পৃথিবীর বুকের বিশাল মাঠে।

চলো দিনের কাছে ফিরি
কাজের কঠিন শিলার ভাঁজে ভাঁজে
মরুর মতোন রোদের ঝলক নিয়ে
তাঁর নিয়মেই শ্রমের আদল আঁকি।

চলো সকল সীমায় উড়ি
নীল নিবাসে নীলের শূন্যে মিলাই
সকল অন্ত অন্তবিহীনতার
বলো, গোপন বুকে তাঁর বিরহেই জ্বলি।

চলো জীবনগ্রন্থ খুলি
অবুঝ মনের সকল জখম লেখায়
দাগ দিয়ে যাই লাল কলমের টানে
বলো, সমর্পণের সমান কিছুই নাই।

জল ও অনল ভরা আঁখি

কপোত ভেঙেছো কতো পথ
পাখনায় হিম শিম হাওয়া
গতি বুঝি হ'য়ে এলো শ্লথ
তবু দূরে যাওয়া আর যাওয়া—

অনেক আগেই মনে হয়
মেপেছিলে সকল আকাশ
তবু ক্যানো ডানার বলয়
শূন্যতায় করে চাষবাস—

প্রেমশস্য প্রেমের ফসল
এরই নাম তাহলে কি পাওয়া
এরই জন্যে ভুলেছো সকল
শান্ত নীড় দুঃখ ব্যথা ছাওয়া?

কপোত উড়েছো কতো নীলে
কোন্ আকাশের নীল নেশা
নিয়ে বুকে এ উড়াল দিলে
শেখালে আসল মেলামেশা।

এ নশ্বরে বাঁধো নাই নীড়
চেয়েছিলে অনশ্বর তাঁকে
বুঝেছিলে শুধুই নিবিড়
প্রেম থাকে অনন্তের বাঁকে।

কে তোমাকে ক'রেছে এমন
আরাম-বিরামহীন পাখি
দিয়েছে এ জীবন ক্যামন
জল ও অনল ভরা আঁখি।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের জন্ম ১৯৫০ সালের ৭ই মার্চে; মাতামহালয় নিশ্‌শা পলাশবাড়ী গ্রাম, দিনাজপুর জেলায়। বঙ্গের উত্তর দেশে বিরামপুরের কাছাকাছি সেই শিমুলতলী গ্রামে পিতৃ-আলয়ে আজন্ম এক বিস্ময় ও বিষণ্নতা নিয়ে বেড়ে উঠেছেন তিনি। শিক্ষা গ্রহণ করেছেন নিজ গ্রামে, নিজ জেলায়, অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ শেষে সত্তর দশকের প্রথমার্ধে সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র থাকাকালে এক রহস্যময় আধ্যাত্মিক পুরুষের সান্নিধ্যে অন্যরকম উত্তরণ ঘটে তাঁর। সেই অবাক উত্তরণ থেকে উৎসারিত হয়েছে তাঁর ব্যতিক্রমী বেদনার উচ্চারণ–

অনেক কথা এবং কিছু কবিতা। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ষাটের অধিক। কাব্যগ্রন্থ সাতটি– সোনার শিকল (১৯৯১), ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি (১৯৯২), বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন (১৯৯৩), নীড়ে তার নীল ঢেউ (১৯৯৪), সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও (১৯৯৫), ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা (১৯৯৭), তৃষিত তিথির অতিথি (২০০২)।

ISBN 984-70240-0055-0